মূল্য : ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ

৫৭ বর্ষ ❀ ৭ম সংখ্যা ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❀ মাঘ, ১৪২৬ ❀ ফেব্রুয়ারী, ২০২০

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। গুরুকৃপায় সর্বসিদ্ধি লাভ	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। প্রেমিক মহাজনের স্পর্শে প্রেমলাভ সম্ভব	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ	৬
৫। গৌড়ীয় দর্শন	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ, কলকাতা	৮
৬। জৈবধর্ম	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	১০
৭। স্মার্ত ও বৈষ্ণব	অচিন্ত্য মাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	১১
৮। শ্রীগোদ্রুম মঠে শ্রীদশমূল শিক্ষা ও প্রীতি সন্দর্ভ গ্রন্থের আলোচনা	সংগ্রাহক - রুক্মিণী দাসী, গোদ্রুম	১৩
৯। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের পুরুলিয়া ও রাঁচী অঞ্চলে প্রচার প্রসঙ্গ	সংগ্রাহক - শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী (বাগবাজার, কলকাতা)	১৫
১০। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচারসূচী, ২০২০	—	১৯
১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা	—	২০

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি- শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট। **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৭ বর্ষ ❀ ৭ম সংখ্যা ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❀ মাঘ, ১৪২৬ ❀ ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সারকথা

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি, যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটি', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥
'প্রেমফল' পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥
এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—১৯।১৫১-১৬৪)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়েও ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ ক'রে জগৎকে জানিয়ে দিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহা-যজ্ঞ ও মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে মহার্চ্চনে তত্তদ্ বিষয়ের পরিপূর্ণতা।

প্রঃ—গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—নিজের সুখের জন্য যত্ন করলে ভোগী গৃহব্রত হ'য়ে পড়তে হ'বে। কৃষ্ণ-সেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করলে মঙ্গল হ'বে। যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করছেন, তাঁ'দিগকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা করবার জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ অনুক্ষণ যত্নপর থাক্‌বেন। তবেই গৃহস্থগণের মঙ্গল হ'বে। সংসারাসক্তি শিথিল হ'বে। যাঁরা পারমার্থিক গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁরা নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য যেরূপ প্রচুর পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর চেষ্টা ক'রে থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন করছে জানলে তা'দের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন না, তাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাধক জেনে তফাৎ হ'য়ে যান।

আমি যখন প্রভু সাজ্‌তে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চাই তখনই মায়া বা প্রকৃতির বশীভূত হ'য়ে পড়ি। বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হচ্ছে—এই যে সংসার—এই যে বোকামীর হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সংসার হ'তে উদ্ধার লাভ হয়, অন্য উপায়ে হয় না। যে গুরুদেবের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরু কি অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, নির্ভেদজ্ঞানী বা যোগী হ'তে পারেন? পরমপুরুষ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ প্রকৃত গুরু হ'তে পারেন?

গৃহস্থ বা বৈরাগী প্রত্যেকেরই গুরুসেবাই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই—সংসার করতে দৌড়াই—সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য্য। সুতরাং মনের কথা ও মনোধর্ম্মী লোকের কথা না শুনে যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ সেবা করেন, তাঁদের উপদেশ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—সেবা জিনিষটি কি?

উঃ— সেবা দেহ-মনের ধর্ম্ম বা কার্য্য নহে। সেবা আত্মার ধর্ম্ম। সেবায় বাণিয়াগিরি নাই। কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা, তাতে স্বসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্তবোধই হ'তে পারে না—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহই গুরু হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব সত্য কথা। ভগবান্ কৃষ্ণ বল্‌ছেন—আমাকে যে যেভাবে সেবা করে, আমিও তাঁকে সেইভাবে সেবা (কৃপা) করি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁর সর্ব্বাঙ্গকে বিলিয়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। কান্তরসেই প্রপত্তির পরিপূর্ণতা ও সেবার পরাকাষ্ঠা।

প্রঃ—আমাদের ভক্তি কি ক'রে বৃদ্ধি হ'বে?

উঃ— সেবা কর্‌তে কর্‌তেই সেবা-প্রবৃত্তি জাগ্‌বে-সেবা প্রবৃত্তি বাড়্‌বে। যেখানে গুরুকৃষ্ণের সেবা কর্‌বার ইচ্ছাই নাই, সেখানে আবার বাড়ার কি কথা আছে? যদি চিত্তবৃত্তি গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। নতুবা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা সংসার-প্রবৃত্তিই বাড়্‌বে। নিরন্তর সাধুগুরুর সেবা কর্‌লে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তা' না ক'রে যদি আমরা সংসারের সেবা, মায়ার সেবা বা নিজের সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তা' হ'লে নানাবিধ অমঙ্গল বা অশান্তি এসে আমাদিগকে বিপন্ন কর্‌বে। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তসেবা ছাড়া ভক্তি বাড়ে না।

আমি গুরুকৃষ্ণকে আশ্রয় কর্‌লাম, কিন্তু তাঁদের সেবার দিকে আমার আদৌ দৃষ্টি নাই। ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রে যদি ভক্তিই না করি, নানাভাবে সেব্যের সেবা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে মঙ্গলের আশা কোথায়? *(ক্রমশঃ)*

গুরুকৃপায় সর্বসিদ্ধি লাভ

(শ্রীল গুরুদেবের ৭০তম বার্ষিক আর্বিভাব তিথি পূজা উপলক্ষে)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান — বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলকাতা, তাং- ২৪-০২-২০১৭

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে নিত্যসেবা প্রার্থনা করে আজ আমরা শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবের সময় শ্রীল গুরুদেবের মহিমা শ্রবণ করলাম এতক্ষণ। শ্রী গুরুদেবের আশয়কে যিনি পালন করেন তিনি প্রকৃত গুরু, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমার নানারকম অবগুণ আমাকে লজ্জিত করে। আমি সেই আসন অলঙ্কৃত করবার যতই সুপাত্র হই তথাপি আপনাদের নিজেদের মহিমাগুণ এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নীত হওয়ার জন্য শিষ্যবর্গের এটা মহাভাগ্যের কথা, মহা আনন্দের কথা।

আমার গুরুবর্গ উন্নত-উজ্জ্বল ভূমিকায় থেকে এইসব আসন অলঙ্কৃত করে গেছেন। সেই তাঁদের পদাঙ্ক যদি অনুসরণ করতে পারি তাহলে জীবন সার্থক হয়। আর আমার যেসমস্ত অনুগগণ সেই আশা পোষণ করেন তারাই আমার প্রকৃত বন্ধু। তারা আমাকে 'গুরু' বলে বরণ করে কত মহিমা যে বললেন তা আমি বোঝাতে পারব না। আমি যে কি, আমার কত দোষ আছে সে নিজে জানি, আরো কত দোষ আছে জানব। **যতই মহান গুরুবর্গের কথা আলোচনা মুখে শ্রবণ কীর্ত্তন করব ততোই আমাদের দৃষ্টিকোন খুলবে ততোই আমরা ভাগ্যশীল হবো।** ভাগ্যবান লোক হলে সে ভক্তিলাভ সুনিশ্চিত, এই ভাগ্যের অধিকারী হব, এই আমার অভিলাষ। আমাদের অভিলষিত জিনিস হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, গুরুভক্তি গুরুপ্রেম। কিন্তু কবে যে সেটা আমাদের লাভ হবে সেটা আমি জানি না। শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় যদি আমাদের লাভ হয় সেটাই ভাগ্য বলে জানব। সেই সমস্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলি যে, **গুরুপদ, গুরুখেতাব আর গুরু Position এগুলোর কোন মূল্য হয় না যদি না গুরুপ্রেম প্রকৃত অর্থে তৈরী হয়।** হৃদয়ের বাসনা অনুসারে যদি আমরা খুঁজে না পাই তো আমাদের সমস্ত কিছু ব্যর্থ। বাগাড়ম্বর, আমাদের লোক দেখানো ভক্তি, লোক দেখানো চিত্তের অশান্ত অবস্থার কোন মূল্য থাকে না যদি আমরা প্রকৃত জিনিসটা লাভ করতে পারি। আমার ইচ্ছা সকলে আমার জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে যে সমারোহ সৃষ্টি করেছেন, যে উৎসাহ দর্শন করিয়েছেন সেটা বাস্তবায়িত হোক্। সেটা এদের আনন্দ অনুশীলন করিয়ে চিত্তকে প্রফুল্লিত করুক এবং চতুর্দিকে আনন্দ বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করি।

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী ও উপদেশ

১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন মহাপ্রভুর কৃপার ভান্ডারী।
২। ভক্তগণ সর্বক্ষণ ভক্তির দিয়ে ভগবৎ অনুশীলন করে থাকেন।
৩। ধামের প্রত্যেক ধুলিতে ভগবানের কৃপা লুকিয়ে আছে — এটা বুঝলে মঙ্গল।
৪। মনোধর্মের দ্বারা শুধু কল্পনার রাজ্য চলতে পারি বাস্তবতার কোন স্বাদ নাই।
৫। ভগবানকে পেতে গেলে ভগযূত যিনি তার চরণে ভক্তি করাই নিত্য শ্রেয়ঃ পথ।
৬। গুরুপূজার আলোকে শ্রীগুরুকে দর্শন হলে তার আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না।
৭। গুরুপূজা একটা রম্য উপাসনা যা ব্রজবধুবর্গের কল্পিতা।
৮। যারা ভগবানের পরমপ্রিয় হতে চান তারা রসের অনুশীলন করবেন।

প্রেমিক মহাজনের স্পর্শে প্রেমলাভ সম্ভব

(শ্রীল গুরুমহারাজের ১২৪তম আবির্ভাব তিথি বাসরে)
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান — শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন মন্দির (গোদ্রুমধাম) তাং ১৮।১২।২০১৯

শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে কৃপাভিক্ষা করে শ্রীগোদ্রুম ধামস্থ শ্রী সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গুরুমহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি বাসরে তাঁর কিছু গুণমহিমার কথা কীর্ত্তন মাধ্যমে শ্রবণ করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

কলির প্রারম্ভে যে সময় শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন, জগত ভক্তিশূণ্য ছিল। তার মানে এই নয় যে জগতে ভক্তি একেবারে ছিল না। বৈধীভক্তি মিশ্রাভক্তির ক্ষীণ আলোকে কোন কোন মহাজন জোনাকির মতো আলো বিতরণ করছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে তাঁর সমগ্র লীলায় নবদ্বীপ লীলা থেকে শুরু করে বৃন্দাবনীয় লীলা, শ্রীক্ষেত্র লীলার মাধ্যমে নাম সংকীর্ত্তন রূপ ধর্মের প্রবর্তন করলেন সঙ্গে প্রেমের কথা প্রকাশ করলেন।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥"

মাধুর্য্যমন্ডিত সম্ভোগময় প্রেম শুধু নয়, বিপ্রলম্ভ প্রেমের গাঢ়তা বিপ্রলম্ভ প্রেমের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে তা আপামরে দান করে অল্পকালের মধ্যেই অন্তর্দ্ধানলীলা প্রকট করলেন। প্রেম নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেললেন, যোগ্য-অযোগ্য, পাত্র-অপাত্রকে বিতরণ করলেন। পরবর্তীকালে রূপ সনাতন আদি ষড়গোস্বামীর মাধ্যমে সেই ধারা প্রবাহিত হলো, শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ মহাজনগণ সেই ধারা বয়ে নিয়ে এলেন। এই মহাজনগণ চলে গেলে জগতে কিছুকালের জন্য একটা প্রেমের শূণ্যতা তৈরী হলো। বিশুদ্ধ প্রেমের ধারা বিকৃত হয়েছিল। জগতের সেই সঙ্কট মূহূর্তে আবিভূর্ত হলেন শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁরা বৈরাগ্য গ্রহণ করে প্রেম দেখালেন, শুদ্ধ ভক্তির চুলচেরা বিচারের দ্বারা প্রেম দেখালেন। বিশুদ্ধ ভক্তির শোভা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর লেখনীর দ্বারা জাগিয়ে তুললেন আর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ সেই শুদ্ধ ভক্তির প্রচার করে বিশ্বে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে তাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন নানাভাবে নানাদিক দিয়ে তার কোন অন্ত নেই। অবিদ্যার তিমির অন্ধকারকে সরিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিজ্ঞান দান করতে শ্রীল প্রভুপাদ গ্যালন গ্যালন রক্ত খরচ করলেন প্রচুর পরিশ্রম করে শুদ্ধভক্তির আলোক জ্বালাতে ষোলো বছর অতিবাহিত করে এ সংসার থেকে বিদায় নিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর অনেকেই মনে করলেন শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারক ছিলেন কিন্তু তিনি আচার করবার কথা কিছু বলেন নাই তাই তারাও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্যকে ধরে এগোতে শুরু করলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তখন শ্রীল আচার্য্যদেব এলেন, ভক্তিসন্দর্ভের চুলচেরা বিচার আলোকে অভিধেয় তত্ত্বকে জানালেন, প্রত্যেক হৃদয়ে ভক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ আচরণ শেখালেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মদিন পালন করার ব্রত নিয়ে, অর্চন সেবার সুষ্ঠতা ও সামগ্রিকভাবে ভগবদ্‌সেবার সৌকর্য্য বৃদ্ধি করলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞান দাতা গুরু, শ্রীল আচার্য্যদেব অভিধেয় তত্ত্বের আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। শুধু প্রেমতত্ত্বের বা প্রয়োজন তত্ত্ব প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। প্রেম কি জিনিস আমাদের মতো জীবের জানা সম্ভব হতো না যদি শ্রীল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ না আসতেন। তিনি হাতে কলমে, আচার আচরণে, চলন ভঙ্গিমায়, কথার ছন্দে ছন্দে, নৃত্যের তালে তালে দেখিয়ে গেলেন কৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু! তৎপূর্বে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুঝতে দ্বিধা ছিল কৃষ্ণ প্রেম কি জিনিস। সংসারে ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যে প্রীতি সেটাই হয়তো প্রেমের কথা। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ভাষায় বললেন—

"বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মতো প্রীতি হউক চরণে তোমার॥"

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজকে দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের স্পর্শ, কৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন আমাদের পাইয়ে দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের অভাবটাকে পূর্ণ করলেন।

সাধারণ ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার দ্বারা শ্রীল গুরুমহারাজ তা দেখালেন। যখন তিনি নাট্যমন্দিরে সকল ভক্তদের নিয়ে কীর্ত্তন করাতেন, মাঝখানে তোষকের মধ্যে তিনি বসতেন একপাশে পুরুষ ভক্তগণ আরেকপাশে মহিলা ভক্তগণ বসতেন। কীর্ত্তনের সময় তিনি ভক্তদের মুখের দিকে তাকাতেন কেউ বেতাল করছে কিনা, কেউ বেসুরো করছে কিনা, ভক্তদের মুখের ভাব লক্ষ্য করতেন, বাইরে কোন আওয়াজ যাতে না হয় তাও খেয়াল করতেন, কীর্ত্তনের এমন একটা ধ্বনি প্রকাশ করতেন নিজের শক্তি বলে যেন গোলোকের মধ্যে সকলকে নিয়ে বসে আছেন। ঠাকুরকে কিভাবে কীর্ত্তন শোনাতে হয়, গুরুবর্গকে কিভাবে আনন্দ দিতে হয় গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন কিরূপ, তিনি চোখের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখিয়ে দিতেন। তিনি গোলোকের নর্তকী, ভূতলে আবির্ভূত হয়ে এসেছেন তা তাঁর পরিকরগণ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের ভঙ্গিমায় ঠাকুরের সামনে নৃত্য করতেন, যেভাবে ইঙ্গিতে বিগ্রহের সঙ্গে কথা বলতেন এক অপ্রাকৃত পরিবেশ তৈরী হতো। বিগ্রহের শৃঙ্গার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতেন, ভালো হলে প্রশংসা করতেন খারাপ হলে ভৎর্সনা করতেন। বিগ্রহের সেবার জন্য কোন ভক্ত যদি গাছের কলা, লেবু, আচার বা বড়ি আনতেন শ্রীল গুরুমহারাজ তা কত প্রীতি করে গ্রহণ করতেন ও সেই ভক্তকে আদর করতেন।

এইরকম সাধারণ প্রীতি ব্যবহারের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু তা জানিয়ে গিয়েছেন। ভক্তদের সঙ্গে তিনি সর্বদা প্রীতির সঙ্গে কথা বলতেন, কোন ভক্ত তাঁর কাছে এলে তিনি তার সব খবর নিতেন, কখন বেরিয়েছে, কিছু খেয়েছে কিনা, কোন সেবককে দেখতে পেলে প্রসাদ দেবার কথা বলতেন। আরো বলতেন আগে প্রসাদ পেয়ে এসো পরে কথা বলব। এভাবে একটা অতিথি সেবার মতো ভালোবাসা দেখিয়ে তার কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি জাগিয়ে দিতেন, তা আজ বর্ণন করার বা বোঝার লোকের অভাব।

শ্রীল গুরুমহারাজ যখন নাট্যমন্দিরে আসতেন কাউকে বাইরে থাকতে দিতেন না, বরং বলতেন রান্নাঘরে যদি একজন থাকে থাকুক আর সব এখানে চলে আসুক। শ্রীগুরুদেব নাট্যমন্দিরে এলে ভক্তদেরও আসতে হয় কেননা, বিগ্রহগণ শ্রীগুরুদেবকে দেখেন আর শ্রীগুরুদেবের পিছনে যদি কোন ভক্ত থাকেন, bychance তার ওপরে ভগবানের দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। বৈষ্ণবগণ যখন প্রচারে বেরোতেন তিনি সকলকে মালা পরাতেন, টাকা দিতেন, বলতেন আমার থেকেই প্রচারে যেতে পারো, আর বলতেন শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য যাচ্ছ কিন্তু, অলসতা করবে না দুটো জিনিস দেখবে অর্থ আর সেবা করার জন্য সেবক, কেবল অর্থের দ্বারা সেবা হবে না লোকও চাই গুরুসেবা হবে তোমাদের। এইভাবে তিনি সেবকদের উৎসাহিত করতেন। শ্রীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীবৃন্দাবন ধাম এবং শ্রীক্ষেত্র ধাম, তিন ধামের সেবা শিখিয়েছেন তিনি। শ্রীক্ষেত্রধামে তিনমাসকাল অবস্থান করতেন, সব সেবা তিনি নিজে দেখভাল করতেন। কে উৎসবের রান্না করবে, কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে মন্দির, কে হোটেলে হোটেলে ভিক্ষা করবে, কে ঠাকুরের মুকুট তৈরী করবে, সকল ভক্তদের ডেকে সেবা বুঝিয়ে দেওয়া এবং সেবা যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হয় তার নজর রাখতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মার্জন লীলাকে তিনি বিশেষ রূপে প্রচার করেছেন। কেননা, তিনি জানতেন গুণ্ডিচা মার্জন না হলে সাধকের হৃদয়ের ময়লা অপসারিত হবে না আর হৃদয় আনন্দিত না হলে শ্রীগৌরসুন্দর রাধাগোবিন্দের প্রতি প্রেমটা আসে না। যে কোন বড় অনুষ্ঠানের আগে তাই তিনি গুণ্ডিচা মার্জনকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

একদিন কোন কারণবশতঃ কুরুক্ষেত্র থেকে শ্রীগোদ্রুম ধামে এসেছি রাত সোয়া বারোটা বেজে গিয়েছিল। পরদিন একাদশী ব্রত। শ্রীল গুরুমহারাজ আমাকে বললেন তুমি কিছু খেয়েছো, কি করে এলে গেট তালাবন্ধ ছিল এসব আরো কত কথা তারপর ভারতী মহারাজকে বললেন আমাকে কিছু প্রসাদ দেবার জন্য। পরদিন বৈঠকী কীর্ত্তনে 'নগরে নগরে গোরা গায়' কীর্ত্তনটি গাইবার পর শ্রীলগুরুমহারাজ ডেকে বললেন তোমার গাওয়া কীর্ত্তনে ঠাকুরের সুখ হয়েছে। তাঁর এই বাক্যের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম নিহিত ছিল। শ্রীল গুরুমহারাজের প্রকট কালে এই গুরুপূজার দিনে নাট্যমন্দিরে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ভক্ত দেখেছি এবং প্রত্যেকেই কোন না কোন সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন যদি খুব বৃদ্ধ হও যে চোখে দেখতে পাও না, হাত চলে না তবে নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তনে বসে দোহার করো, তোমার সেবা হবে। সবাইকে সেবায় লাগিয়ে প্রয়োজন তত্ত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিপাটী আজকের দিনে কিছুটা কম দেখা যায়। যদিও শূন্য নয় কারণ তাঁর জনেরা যারা শ্রীল গুরুমহারাজের সঙ্গ করেছেন, তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন তারা দু'একজন আজও

রয়েছেন তাই আজও গোদ্রুম মঠ সেবার আলোকে আলোকিত। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের হৃদয়ের ভাবটাকে বুঝে নিজের জীবনটাকে পরিচালনা করবেন, নিজেকে ঠকিয়ে গুরুবর্গের কাছে আসা অনুচিত। শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন, রাজার কাছে এসে শূন্য হাতে যেন না যেতে হয়, আমি তা কাউকে দেখতে পারব না। আঁচলে কিছু বেঁধে নিয়ে যাবে সংসারে গিয়ে সেসব স্মরণ করবে, পরের বছর আবার আমাদের সঙ্গে দেখা হবে, এভাবে বলতেন।

আপনারা অনেকেই জানেন না যে তিনি কখনো কখনো শাসন করতেন। একবার তিনি পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজকে শাসন করেছিলেন, আশ্রম মহারাজকেও দু'একবার শাসন করেছেন আর একবার আমাকেও ছোট্ট একটা শাসন করেছিলেন। মন খারাপ হয়েছিল পরর্বতীকালে মনটাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন। 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'—এই কথাটা শ্রীল গুরুমহারাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি বলতেন যখন চতুর্দিকে তাকাই শাসন করার মতো শিষ্য খুঁজে পাই না; কারণ শাসন সহ্য করার কেউ নেই। শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তি ভোগ করার মত লোক অনেকে আছে কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আশয় বুঝে চলে নিজের জীবনকে ধন্য করার শিষ্য খুব কম।

শ্রীল গুরুমহারাজ ধামের সেবা করতে খুব ভালোবাসতেন, কাউকে ঢাঙ্গাতি করতে দিতেন না। তাকে দিয়ে সেবা করিয়ে তার মঙ্গল করতেন। কোন একবার এলাহাবাদ মঠে তিনি শ্রীঊর্জ্জাব্রত পালন করছিলেন আমি সে সময় তাঁর নিয়মের মধ্যে পড়েছিলাম। সারা দিনে দু'বার খেতে দিতেন আর ভোর চারটে থেকে রাত ন'টা পর্য্যন্ত সেবার মধ্যে রাখতেন। যদি কেউ বিশেষ পরিশ্রম করে তার জন্য একঘণ্টা দুপুরে বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলতেন 'ব্রত' মানে ''চেরে ব্রতানি হরিতোষণানি'', 'ব্রত' মানে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার নয়, 'হরিতোষণ পরতা'। তিনি শেষ ঊর্জ্জাব্রত কালে গোদ্রুম ধামে ছিলেন, কোন সুকৃতিবলে আমার সে সময় থাকবার ভাগ্য হয়েছিল। সেই সময় দেখেছি তিনটের সময় উঠে স্তব স্তুতি পাঠ করাতেন ভারতী মহারাজকে দিয়ে। **হরিকে সন্তুষ্ট করার, হরিকে আনন্দিত করার, হরিকে নিয়ে কাল কাটানোর নাম ব্রত।**

তিনি ছোট্ট ছোট্ট করে হরিকথা বলতেন। একদিন বলছেন হাত নেড়ে নেড়ে— ''ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কবে কেবা।'' বৈষ্ণবের মর্যাদা, বৈষ্ণবের সঙ্গে যে প্রীতির ব্যবহার তা তিনি দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

কোন ভক্ত তাঁর কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি দুঃখ পেতেন, তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তিনি ভক্তসঙ্গ এতো ভালোবাসতেন।

একসময় তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করছি, প্রণাম করতেই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বললেন সহ্য করো, **সহ্য করতে শেখা মঠবাসীর একটা প্রধান কর্তব্য।** ছোট্ট একটা কথা এমন ভাবে বলে দিলেন যেটা Vitamin ঔষুধের মতো কাজ করলো ছয়বছর কুরুক্ষেত্র মঠে কাটিয়ে দিলাম। এভাবেই তিনি বছরের পর বছর সকলকে পালন করে গেছেন, সেই মহান প্রেমিকের আবির্ভাব তিথিতে তাঁর শ্রীচরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম।

এইরকম প্রেমিক মহাজনের দুর্লভ সঙ্গ আর পাওয়া সম্ভব হবে না। দুর্লভ সেই সঙ্গ যারা করেছেন তাদের সঙ্গ করুন, যে মঠ তিনি প্রকটিত করেছেন সেই মঠের সেবা করুন, ঝাড়ু দিন, বাসন মাজুন, বাগানের সব্জি এনে দিন গোদ্রুম বিহারীর সেবায়—দেখবেন সেই প্রেমিক মহাজনের স্পর্শ পাবেন। কোন না কোন জন্মে কোন না কোন ভাবে আবার সেই সেই প্রেমের স্পর্শ পেয়ে নিজেকে ধন্য করে তুলতে পারবেন।

গৌড়ীয় দর্শন

সপ্তদিবসীয় আলোচনাচক্র। লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয় মঠ (৭—১৩ ই অক্টোবর, ২০১৯)

বক্তা—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, সভাপতি ও আচার্য গৌড়ীয় মিশন।

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ, কলকাতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(বেদব্যাস)—'বেদান্ত' মতে—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' সগুণ ॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥

তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার ॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ—২৫।৫০-৫২, ৫৪-৫৭)

গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস

সৃষ্টির আদি থেকে বহু দর্শন ভারতে প্রকটিত হয়েছে তার মধ্যে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ণ মীমাংসা আদি দর্শন প্রণেতাগণের নিজ নিজ দর্শনে কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও অস্পষ্টভাবে দেহধর্ম বা মনোধর্মের কথার প্রাধান্য পেয়েছে। মহর্ষি বেদব্যাস ঐগুলির বাস্তবতা না দেখে উপনিষদ বাক্যগুলির বিভাগ পূর্বক ব্রহ্মসূত্র প্রকাশ করেছেন। ঐ সূত্রগুলি বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত। উহাতে বিচার নৈপুণ্য কেবল নয় বেদের শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য নিহিত হয়েছে। শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্যযুক্ত মায়াবাদে বেদব্যাস ও বোধায়ন ঋষির ভাষ্যকে গোপন করা হয়েছে। তৎপূর্বে বুদ্ধদেব অহিংসা ধর্ম-প্রচারের দ্বারা বেদ অস্বীকার করেন। রুদ্রাবতার শঙ্করাচার্য নিজ মায়াবাদ প্রচারের দ্বারা বেদের মান্যতা স্থাপন করেছেন এবং ভক্তিতত্ত্বকে আচ্ছাদন করেছেন। সংকর্ষণাবতার রামানুজাচার্য আদি চার বৈষ্ণবাচার্যগণ শংকরের মতবাদকে খণ্ডন করে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। এদের দ্বারা বৈষ্ণব দর্শন স্থাপিত হলেও ঐ দর্শনে প্রেমের গাঢ়ত্ব ও মধুরত্বের প্রকাশ কম ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রন্থচূড়ামণি ভাগবতের সার কথা নিয়ে গৌড়ীয় দর্শন প্রচার করলেন। তাঁরই অনুগত শ্রীল জীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনীকার—ইনিই গৌড়ীয় দর্শনের দার্শনিক গুরু। **ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সিদ্ধান্তকে প্রধানতম ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞাপক দর্শন শাস্ত্রে উন্নীত করেছেন। ইনি ষট্‌দর্শনে অসাধারণ পণ্ডিত। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে আত্মবিসর্জন না করে কুশাগ্র সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা বৈষ্ণব দর্শন স্থাপন করেছেন।** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় ভাষ্য রচনা করে তাঁর পুষ্টি বিধান করেছেন। আজ তাই গৌড়ীয় দর্শনের কথা আমাদের জানার ভাগ্য হয়েছে।

(গৌড়ীয় দর্শন—৩, ৩০৭, ৩১৩, ৩১৮ পৃঃ)

(বিভিন্ন ভাষ্যকার—শঙ্করের ''শারীরিক ভাষ্য'', শ্রীরামানুজাচার্যের ''শ্রীভাষ্য'', শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের ''গোবিন্দ ভাষ্য'', শ্রীবল্লভাচার্যের ''অনুভাষ্য'', শ্রীমন্মধ্বাচার্যের ''দ্বৈতভাষ্য'')

গৌড়ীয় দর্শন ও বেদান্ত দর্শন

গৌড়ীয় দর্শনের পূর্বে যে সকল দর্শন এসেছে তার মধ্যে বেদান্ত দর্শনই প্রাচীন এবং সুসংঘবদ্ধ। উপনিষদ বাক্য দুর্বোধ্য বলে বেদব্যাস উপনিষদের বাক্যের বিষয়গুলিকে বিভাগ পূর্বক বহু সূত্র রচনা করেছেন। ঐগুলি ব্রহ্মসূত্র নামে পরিচিত এবং উক্ত বহু সূত্র সমন্বিত হয়ে বেদান্ত দর্শন এসেছে। অন্যান্য মতবাদকে খণ্ডন করে বেদব্যাস এই দর্শন স্থাপন করেছেন। এই মতে 'ব্রহ্ম' শব্দে সাকার ভগবান। এখানে উপনিষদের বিচার হতে কর্মের অনিত্যতা দেখানো হয়েছে। বেদান্ত দর্শন আস্তিক দর্শনের মধ্যে পড়লেও পূর্ণদর্শন বা রসময় তত্ত্বের দর্শন এতে নাই। **সাংখ্য, পাতঞ্জল আদির ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার নৈপুণ্যমাত্র নয় কিন্তু বেদের শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া সকলেরই পূজ্য।** যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিবার যাঁদের ইচ্ছা থাকে তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত অর্থ বোঝা জীবের পক্ষে সাধ্য নয়। তাই বোধায়ন ঋষি সর্বপ্রথম ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করেন। রামানুজাচার্য ঐ ভাষ্য সংগ্রহ করেন, পড়েন এবং পরে নিজভাষ্য ''শ্রীভাষ্য'' রচনা করেন। রুদ্রাবতার শঙ্কর কার্য উদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরিক ভাষ্য রচনা করে প্রচার করেন এবং বোধায়ন ভাষ্যকে গোপন করেন। বেদব্যাস নিজসূত্র ও ভাষ্য সফল হলো না দেখে **দেবর্ষি নারদের উপদেশে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন। ইহাই ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ বা অকৃত্রিম ভাষ্য।**

বোধায়ন ঋষির ভাষ্য ও বেদব্যাস রচিত ভাষ্য—এই দুই ভাষ্য বিরাজমান ছিল। শংকরাচার্য এই দুই ভাষ্যকে গোপন করে নিজ মায়াবাদ ভাষ্য রচনা করেন। সংকর্ষণাবতার শ্রীরামানুজাচার্য বোধায়ন ভাষ্য সংগ্রহ করে বেদব্যাস রচিত ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত—এই দুই অবলম্বনে স্বীয় ভাষ্য জগতে প্রচার করেন। সেই ভাষ্যসূত্রের যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হলেও তার ভাষ্যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল। তাহা রসিক ভক্তদের দেওয়ার জন্য শ্রীগোবিন্দদেব, স্বয়ং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা দিয়া গৌড়ীয় দর্শনের মূল কথাগুলি 'গোবিন্দভাষ্য' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

(ক্রমশঃ)

একাদশদিবস ব্যাপী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে জৈবধর্ম ক্লাসের মুখ্য মুখ্য কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

জৈবধর্ম

(১ম অধ্যায় থেকে ১২ তম অধ্যায় পর্যন্ত)

বক্তা—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, বর্ত্তমান আচার্য, গৌড়ীয় মিশন

তাং—২২।১২।১৯ হইতে ০১।১।২০ পর্যন্ত

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা।

৫। শঙ্করাচার্য প্রচারিত ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ কিরূপ? বৈষ্ণব ধর্মে উহার প্রভাব কি? (পুরানো বই—১১-১২ পৃঃ)

উঃ) বেদে যে পশুহত্যার বিধান দেওয়া আছে তাকে বিকৃত করে জগতে উগ্র তামসিক ভাবাপন্ন লোক যথেচ্ছভাবে পশুহত্যা শুরু করে, যার ফলে হিংসা বৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বুদ্ধদেব এসে অহিংসা পরম ধর্ম এইমত প্রচার করায় হিংসা প্রবৃত্তি কিছুটা প্রশমিত হলেও বেদকে না মানার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তখন ভগবানের আদেশে শিবাবতার শঙ্করাচার্য বেদের মান্যতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদেশিক মতবাদকে জগতে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে জীব ব্রহ্ম, এটাই তাত্ত্বিক বুদ্ধি কিন্তু সে যখন মায়ার অধ্যাস বশতঃ 'আমি জীব' এই অভিমান করে, এটাই শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ। তাই শঙ্করাচার্যের বিবর্ত্তবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত হলেও ইহা অবিশুদ্ধ এবং ইহার অপর নাম মায়াবাদ, এটি ভগবানের নির্দেশে কালোপযোগী ব্যবস্থা ছিল। বেদের একদেশিক মতবাদ শঙ্করাচার্য্য প্রচার করেছেন। বেদের মুখ্য তাৎপর্য্যকে (অভিধা বৃত্তিকে) গোপন করে গৌণ তাৎপর্য্যে (লক্ষণা বৃত্তিতে) এই মতবাদ সৃষ্টি করেন।

বৈষ্ণব ধর্মে উহার প্রভাব—

১। শঙ্করাচার্যের মতবাদ ফলে বেদের মান্যতা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

২। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে পরবর্ত্তীকালে চার আচার্য বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের সৌধ নির্মাণ করেছেন।

৩। হরিভজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ—শঙ্করাচার্যের শিক্ষা।

৬। বেদের বাস্তব তাৎপর্য কি ? গৌণ তাৎপর্যে বেদের অন্যান্য নির্দেশ বর্ণন করুন ? (পুরানো বই—৪৭ পৃঃ)

উঃ) বেদ সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের সৃষ্টি লীলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য। বেদ সমাজের সকল শ্রেণীর মানবের জন্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিচার দেখান। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, বর্ণাশ্রমী সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য বেদ। সেখানে কর্মাঙ্গের কথা, জ্ঞানমার্গের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে চিত্তশুদ্ধি পর্যায়ক্রমে বিষ্ণুভক্তি লাভের কথা রয়েছে। মুখ্য তাৎপর্যে বেদ হরিভজনের কথা বলে। হরিভজনে রুচি উৎপন্ন করাই বেদের বাস্তব ফল। মুখ্য তাৎপর্যে বেদ বলেন

বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।
কৃষ্ণ—প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্যের প্রয়োজন ।
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন ।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ।।

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২৪-১২৫)

বেদ গৌণ তাৎপর্যে কর্মীদের ভুক্তি, জ্ঞানীদের মুক্তি ও যোগীদের সিদ্ধির কথা উপদেশ করেছেন। কর্মীদের কর্মাঙ্গে কৃষ্ণপূজায় চিত্তশুদ্ধি, মুক্তি ও রোগশান্তি । কর্মীদের একাদশী ব্রতে পাপ নাশ। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে পশুহত্যার বিধান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি, অষ্টাঙ্গ যোগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনাদি দ্বারা জীবকে প্রবৃত্তি মার্গ থেকে নিবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাবার যাওয়ায় বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

৭। শাস্ত্রে ফলশ্রুতিমূলক কথার উল্লেখ কেন? (পুরানো বই—৪৭ পৃঃ)

উঃ) জগতে দুইপ্রকার মানুষ দেখা যায়। উদিত বিবেক ও অনুদিত বিবেক। অনুদিত বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখলে কোন সৎ কাজ করে না, তাদের জন্যই শাস্ত্রে ফলশ্রুতি বা গৌণফলের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। শাস্ত্রের এরূপ তাৎপর্য নয় যে, তারা গৌণফলে সন্তুষ্ট থাকুক। শাস্ত্রে তাৎপর্য এই যে গৌণফল দেখে আকৃষ্ট হলে স্বল্পকালের মধ্যেই সাধুকৃপায় মুখ্যফলের পরিচয় ও ক্রমে রুচি হবে। যেমন—একাদশী ব্রত পালনে পাপনাশ। *(ক্রমশঃ)*

স্মার্ত ও বৈষ্ণব

শ্রী অচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

জীব যখন দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করত নিজে ফলভোগকামি হইয়া নানাবিধ কর্ম্মের আবাহন করিয়া থাকে, তখন সে স্মার্ত নামে অভিহিত। যে সকল জীব ভগবানের শরণাগত নহেন বা সাধুজনে প্রপন্ন নহেন, কেবলমাত্র নিজ নিজ দৈহিক চেষ্টাতেই ব্যাপৃত তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য স্মৃত্যুক্ত বিধানসমূহ রচিত হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বার্থ লাভের জন্য মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা, অসদাচার, পরদ্রব্যে লোভ, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত তাহাদিগের ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি সংশোধিত করিবার জন্য স্মৃতির কঠোর আদেশ।

সুতরাং স্মৃত্যুক্ত কার্য্যসমুহ নিত্য ধর্ম নহে উহা নৈমিত্তিক ধর্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ কার্য্যসমুহ নিত্য। কারণ সেইসকল কার্যের ফলভোক্তা ভগবান এবং উহা একমাত্র ভগবদুদ্দেশ্যেই কৃত হয় এবং নিত্যকাল কৃত হইবে। স্মার্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বোল্লিখিত – ''দায়ভাগ সংস্কার'', ''শুদ্ধিনির্ণয়'', '' প্রায়শ্চিত্ত'', ''শ্রাদ্ধ'' প্রভৃতি কার্য্য মানবের শতবর্ষ পরমায়ু কালের জন্য। আবার সেখানেও ফল ভোক্তা ঐ মানবই। সেখানে জীবের আত্মস্বরূপ উন্মোচনকারী কোন কৃত্যের উল্লেখ নাই। দুর্গোৎসব একাদশ্যাদি নির্ণয় বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্যও ভুক্তি মুক্তি মূলক। সুতরাং উহারা নৈমিত্তিক। কিন্তু ভগবানের শরণাপন্ন বৈষ্ণবগনের নৈমিত্তিককর্ম্মের আবাহন নাই। তাহারা সর্ব্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভগবানকেই একমাত্র সর্বফলভোক্তা জানিয়া নিত্য ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। তাহারা জানেন –

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুরবিস্মর্তব্য ন যাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ সুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।

অর্থাৎ বিষ্ণুই সর্ব্বদা স্মরনীয় এইটিই একমাত্র বিধি, আর বিষ্ণুকে কখনোই বিস্মৃত হবে না এইটিই নিষেধ। শাস্ত্রোক্ত এই দুইটি আকর বাক্যকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত বিধি নিষেধমুলক বিধানের জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান সর্বদাই স্মরণ পথে আসেন তাহাই বিধি এবং যে কার্যের দ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয় তাহাই নিষেধ।

বৈষ্ণবগণ ভগবানের শরণাগত সুতরাং তাহাদের যাবতীয় কার্যই ভগবানের সেবা তাৎপর্যবিশিষ্ট। বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর ও নির্ব্যলীক কারণ ভগবানের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত। তাহারা জগতে কর্ম্মবীর বা জ্ঞানবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন, অপরের উপর কর্তৃত্ব করিবেন অথবা বহু যাগ যজ্ঞ ধ্যান তপস্যা শ্রাদ্ধ তর্পন বহুতীর্থভ্রমণ দুর্গোৎসবে বহু বহু বলিদান করিয়া জগতে সুনাম ও পরলোকে স্বর্গাদি লাভ করিবার ইচ্ছা তাহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নাই। এমনকি তাঁহারা জন্মমৃত্যু আদি ক্লেশময় সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া মুক্তিসুখ লাভ করিবেন এই রূপ আকাঙ্খাও করেন না। কোটি কোটি জন্ম এমনকি নরকবাসেও যদি আরাধ্যদেবের সেবালাভ হয় তাহাই তাঁহাদের প্রার্থনার বিষয়। ভগবৎপ্রীতিতেই তাঁহাদের প্রীতি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দেখা যায় পুরাকালে অজামিলকে লইয়া হরিজন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সহিত কর্ম্মজড় স্মার্ত বিচারাধীন প্রকৃতিজনের যে বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রসঙ্গে যমরাজ প্রকৃতিজন অর্থাৎ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন – যে অন্যের কা কথা জৈমিন্যাদি বা মন্বাদি কর্ম্মকাণ্ডৈকবুদ্ধি মহাজনগণও হরিজনগণের স্বভাব সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ কারণ তাহাদের বুদ্ধি বেদের ফলশ্রুতিমূলা মধু পুষ্পিত বাক্যসমুহ দ্বারা বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বিবেকশক্তি দৈবী মায়া দ্বারা বিমোহিত। এইজন্য বহুবিস্তারশীল ঘটাপূর্ণ স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম সমূহকেই তাহারা বহুমানন করেন। তাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি বশত **''কামুকা পশ্যন্তি কামিনিময় জগত''** ন্যায় অনুসারে শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভক্তিচেষ্টাতেও নানাবিধ দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা শ্রীচরণামৃতে জল বুদ্ধি করে, শ্রীনারায়ণ(শালগ্রাম) শূদ্রস্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেলে আবার পঞ্চগব্যাদি দ্বারা শোধনযোগ্য মনে করে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানেও স্পর্শদোষ সম্ভব এবং গোময়াদি ভগবানকেও পবিত্র করিতে সমর্থ এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহারা বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি তথা বৈষ্ণবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীব মনে করে, ভগবৎ প্রসাদে ডালভাত বুদ্ধি করিয়া তাহা স্পর্শদোষ দুষ্ট হয় এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহাদের মতে শিষ্যকর্তৃক পক্ক অন্ন গুরুগ্রহণ করিলে বা ভগবানকে নিবেদন করিলে গুরু ও ভগবানের জাতি যাইবে। আতপ অন্ন ভোজন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, শুদ্রের ছায়া স্পর্শ হওয়ার ভয়ে পথ ডিঙাইয়া চলা, গরদের ধুতি পরিধান প্রভৃতি কার্যকেই পরমার্থ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোদ্রুম মঠে শ্রীদশমূল শিক্ষা ও প্রীতি সন্দর্ভ গ্রন্থের আলোচনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংগ্রাহক—রুক্মিণী দাসী, গোদ্রুম

''যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ ॥''

(ভাঃ ১।১৮।২২)

প্রীতির উদয় অবস্থার দুইটি ক্রম—

১) প্রথম উদয়াবস্থা—এ অবস্থায় অন্যাসক্তি নষ্ট প্রায় অবস্থা।

২) প্রকটোদয় অবস্থা—অন্যাসক্তি থাকে না, এখান থেকেই প্রীতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব শুরু হয়। প্রীতির প্রকটোদয় অবস্থায় সাধকের চারটি লক্ষণ দেখা যায় যা প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

* সর্বদা ভগবদ্ আবেশ।

* আবেশের স্থায়িত্ব কোন অবস্থাতেই ধ্বংস হয় না।

* পরমানন্দ পূর্ণতা, নৈরাশ্য আসবে না

* নিজ সঙ্গের দ্বারা অন্যের মধ্যে সেই আনন্দ বিস্তারের ক্ষমতা। প্রীতির প্রকটোদয় অবস্থায় সাধক জীবের তিনটি অবস্থা দেখা যায়। জীবোন্মুক্ত অবস্থা—যাদের স্বরূপাবস্থায় স্থিতিলাভ হয়েছে, দেহ অধ্যাস থেকে উপরতি হয়েছে তারা সাধক শরীরে থেকেও মুক্ত হতে পারেন।

পরম মুক্ত—যারা সাধনের দ্বারা পার্ষদতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

নিত্য মুক্ত—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ, এঁনারা কোন বিশেষ ভগবদ্ সেবার জন্য গোলক থেকে অবতরণ করেন।

কৃষ্ণ স্বরূপের যেখানে আবির্ভাব সেখানে প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ ভাগবতের কোন টীকায় প্রীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন—

''সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনো স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥''

ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হলেও প্রীতি ধ্বংস হয় না। আবার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলেছেন—

''সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥''

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।৮)

সম্যগ্ভাবে মসৃণ হৃদয়, কৃষ্ণে অতিশয় মমতাযুক্ত এবং ভাব এর গাঢ়তায় প্রেম উৎপন্ন হয়। যেখানে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা মাধুর্য্যের মুখ্যতা রয়েছে। কৃষ্ণ প্রীতিতে জন্য-জনকত্ব নেই। কৃষ্ণ স্বয়ং আকর্ষক এবং তাঁর দ্বারা আকর্ষিত হয়ে যারা প্রীতি করছেন তাদের সম্পূর্ণ প্রীতি। ভগবদ্ প্রীতির গতি অখণ্ডা এবং প্রীতির অবলম্বনের আবির্ভাবের তারতম্য বিচারে প্রীতি কম বেশী হয়। প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ, ভগবত্তার আংশিক বিকাশে প্রীতির আংশিক বিকাশ এবং প্রীতির পূর্ণতম আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা।

ভক্তচিত্তের সংস্কার ও ভক্তের অভিমান বিশেষে দুই প্রকার প্রীতির তারতম্য ও ভেদ। রতি, প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব এই আট প্রকার ভক্তচিত্তের সংস্কার। ভক্তের অভিমান পাঁচ প্রকার—যথা-শান্ত (ইষ্টে নিষ্ঠা), দাস্য (ইষ্টে নিষ্ঠা ও সেবন ধর্ম) সখ্য (ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবন ধর্ম ও বিশ্বাস), বাৎসল্য (ইষ্টে নিষ্ঠা ও সেবন ধর্ম ও বিশ্বাস ও মমতাধিক্য) এবং মধুর এ উক্ত চারটি গুণ এবং অতিরিক্ত সর্বাঙ্গ দ্বারা সেবা।

ভগবানের স্বভাব বিশেষের আবির্ভাব—তিনি অনুকম্পা করেন ভক্তগণকে সেবা সৌভাগ্য দানের দ্বারা। পাল্যত্ব, ভৃত্যত্ত্ব ও লাল্যত্ব এই তিনভাবে অনুকম্পা করে ভক্তের প্রতি। দ্বারকায় প্রজাদের প্রতি পাল্যত্ব ভাব ও প্রজাগণের ভগবানে পালক ভাব। ভৃত্যগণের মধ্যে সম্ভ্রম প্রীতি এবং প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ আদি পুত্র পৌত্রগণের প্রতি লালন প্রবৃত্তি।

কৃষ্ণেতে আরও একটি প্রীতি রয়েছে যাকে সাধারণ প্রীতি বা তটস্থা বা সামান্যা প্রীতি বলা হয়। সাধারণ প্রীতিতে শান্ত, দাস্যাদি ভাব নেই এবং কৃষ্ণেতে মমতাশূন্য।

গোপগণের প্রীতির বৈশিষ্ট্যঃ—

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁর প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন যে—

১) শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্য সম্যগরূপে অনুভব করবার স্বভাব বিশিষ্ট। ব্রজের গোপগণ সর্বদা কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করবার জন্য লোলুপ।

২) ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বা সংকোচ বুদ্ধি দ্বারা তাঁদের কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন বাধাপ্রাপ্ত বা বিঘ্নিত হয় না।

কৃষ্ণ যখন যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয়কে উৎপাটিত করলেন সখাগণ বললেন।—''কৃষ্ণই বৃক্ষদুটিকে উদুখল দ্বারা উপড়ে ফেলেছে''। গোপগণ শুনলেন সেকথা, ভাবলেন কৃষ্ণের এত শক্তি! কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান তাদের মোহিত করতে পারল না। এভাবে ব্রজে কৃষ্ণ কত লীলা করেছেন কিন্তু গোপগণ এর কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনে সে সব ঐশ্বর্য্যলীলা কখনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

সখাগণের প্রীতির বৈশিষ্ট্যঃ—

১) সখাগণ সখ্য বা বন্ধুত্বভাবযুক্ত হয়ে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ লীলার মাধুর্য্য উৎকৃষ্ট প্রণয়যুক্ত হয়ে আস্বাদন করেন। 'তুমি কোন বড়, তুমি আমি সম'—এইরূপ গৌরবহীনতা।
২) ভয় বা সম্ভ্রম এসে তাদের কৃষ্ণের প্রতি একান্ত বিশ্বাসের মর্যাদার হানি করতে পারে না।

দাবাগ্নি যখন সখাগণকে ঘিরে ফেলল, সখাগণ বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে কৃষ্ণকে ডাকলেন, তারা জানেন কৃষ্ণ রক্ষা করবেন। কৃষ্ণ তাদের চোখ বন্ধ করতে বলেন, কৃষ্ণ দাবাগ্নি পান করলেন। সখাগণ চোখ খুলে দেখল দাবাগ্নি আর নেই।

গোপীগণের প্রীতির উৎকর্ষঃ—

১) ''গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবা''—গোপীগণের কৃষ্ণেতে পরম আবেশিত চিত্ত। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ কেবলমাত্র গোবিন্দে গভীর প্রণয়যুক্ত, যা কিনা প্রেমের সীমায় তাঁরা মহাভাববত্ত্বা স্বরূপা।
২) ''ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ''—কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লোভে গোপীগণ লোকদৃষ্টে ব্যাভিচারিনী। নিজ যৌবন, গাত্র, ইন্দ্রিয়, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার সবকিছু তারা কৃষ্ণেতে সমর্পণ করে সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বপূজ্য ও সর্বদুর্ল্লভ পদবী লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপীগণই পতিব্রতা ছিলেন।
৩) ''যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য পথঞ্চ হিত্বা...''—গোপীগণ নিজের পতি, পুত্র, আত্মীয়স্বজন এবং লোকমার্গ মানে ধৈর্য্য, লজ্জা ও মর্যাদা বোধকে ধূলিসাৎ করে কৃষ্ণেতে পূর্ণাসক্ত ছিলেন। আর্যপথ অর্থাৎ মুনি ঋষিগণের প্রদর্শিত পথকে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। স্ব স্ব পতিগণকে ত্যাগ করে গোপীগণ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে ছুটে চলে যেতেন। শাস্ত্রেও যাহাকে দুস্ত্যজ্য বলা হয়েছে। গোপীগণের কৃষ্ণ প্রেম এইরকম একটি সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম। উদ্ধব মহারাজ ব্রজে এসে অনুভব করেছিলেন, যার উপরে আর কোন প্রেম হয় না।❑

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের পুরুলিয়া ও রাঁচী অঞ্চলে প্রচার

সংগ্রাহক - শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের প্রকটাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নতুন ইংরাজী বছরে প্রথমে প্রায় ১০দিন ব্যাপী গত ০৪.০১.২০২০ হইতে ১৩.০১.২০২০ পর্যন্ত্য পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড ও বীরভূম অঞ্চলে গৌরকথা প্রচার কার্য করেন।

ইং-০৪.০১.২০২০ তারিখে কলকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হইতে স্বপার্ষদ বর্ধমানের আমলাজোড়াস্থিত শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে শুভ বিজয় করেন। মঠবাসী ও বেশকিছু গৃহস্থ ভক্ত উপস্থিত থেকে শ্রীলগুরুদেবকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বিকেলে শ্রীলগুরুদেব নাট্যমন্দিরে ভক্তগণ সম্মুখে 'গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে'—এই কীর্ত্তনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে—''মহাপ্রভু যিনি

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীসহ শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ স্বয়ং তিনি সংকীর্ত্তন প্রেমদান করেছেন কলির জীবের জন্য। মহাপ্রভুর সেই প্রেমসংকীর্ত্তন রাসে শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদের প্রবেশাধিকার হয় না।''

পরদিবস ০৫.০১.২০২০ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ হইতে পুরুলিয়া জেলার কাশিপুর থানার অন্তর্গত সিয়াদা, গ্রামের চন্দ্রবদন দাসাধিকারী (চক্রধর মাইতি) মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীল গুরুদেব স্বপরিকর শুভবিজয় করেন। ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের আরতি করেন। সন্ধ্যা ৫ হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত সেখানে শ্রীভাগবত ধর্মসভা ও বৈষ্ণব সম্মেলন হয়। মিশনের ব্রহ্মচারীগণ কীর্ত্তন পরিবেশন করেন। বেনারস মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ সহজ ও সুন্দরভাবে হরিকথা বলেন। সভান্তে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ''তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-পাদারাবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্ ॥'' (ভাঃ ৬।৩।২৮) শ্লোক অবলম্বনে অজামিল প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন।

০৬.০১.২০২০ তারিখ সোমবার (পুত্রদা একাদশী তিথি) সিয়াদা গ্রামে সকাল ৭ ঘটিকায় নগর কীর্ত্তন পরিক্রমা ও হরিসংকীর্ত্তন উৎসব হয়। পরিক্রমান্তে শ্রীল গুরুদেবের মঙ্গলারতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন ও নৃত্য সম্পন্ন করেন। শ্রীল গুরুদেব অল্পসময় শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের করুনার কথা কীর্ত্তন করেন যা সহজ সরলভাবে গ্রামবাসী শ্রদ্ধালুজনের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অতঃপর কীর্ত্তিবাস কুমার দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ একাদশী ব্রত মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল গুরুদেব সাধুসঙ্গের ফল কি তা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করেন। দুপুরে ভগবানের মধ্যাহ্ন ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করেন সকলে।

এদিন বিকাল ৫ ঘটিকা হতে বিরাট ভাগবত ধর্মসভা হয়। সেখানে শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ ভারতবর্ষে ও তার মধ্যে নবদ্বীপ কেন শ্রেষ্ঠ সে সকল কথা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করে বক্তব্য রাখেন। শ্রীগৌরসুন্দর দাসব্রহ্মচারী তার ভাষণে মানব জন্মের দুর্লভতা ও সার্থকতা কি তা ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে শ্রীল গুরুদেব ''তাবৎ কর্মানি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥'' শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক অবলম্বনে বলেন—যে পর্য্যন্ত সংসারে ভোগাসক্তি না যায় বা (কৃষ্ণ) কথায় শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হয় সে পর্য্যন্তই কর্ম করা দরকার। এরপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত বাউল সংগীত নৃত্যনাটিকার মাধ্যমে পরিবেশন ও অন্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সকলকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

পরদিবস গত **০৭।০১।২০২০** তারিখ মঙ্গলবার শ্রীলগুরুদেব বৈষ্ণবগণ সহ সিয়াদা গ্রাম হইতে মানাড়া গ্রামে শুভাগমন করনে। স্থানীয় ভক্তগণ কীর্ত্তন সহযোগে শোভাযাত্রা করে শ্রীলগুরুদেবকে অভ্যর্থনা করেন। উক্তস্থানে শ্রীহরিমন্দিরে বৈষ্ণব সম্মেলন ও ভাগবত কথা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী ভাগবত সভার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমান পটল মাহাতো ও তার সুপুত্র শ্রীমহাদেব মাহাতো। শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে হরিকথা পরিবেশন করেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁর ভাষণে বর্ণাশ্রম ধর্মের সার্থকতা কোথায় বলতে গিয়ে ভাগবতের ১ম স্কন্ধ থেকে 'অতঃ পুংভি র্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।' (১।২।১৩) শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন—মানুষ মাত্রই যে বর্ণে যে আশ্রমে থাকি না কেন নিজ নিজ কর্মের মধ্যেও হরির সন্তোষবিধানই মুখ্য উদ্দেশ্য যদি না হয় তা হলে এই মনুষ্য জন্ম বৃথা।

ঐদিন পুরুলিয়ার কোটলুই গ্রামে বিকাল ৩ ঘটিকায় এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা হয়। বহু স্থানীয় ভক্ত ও শ্রদ্ধালুজন তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরে তথায় আয়োজিত ধর্মসভায় মিশনের সন্ন্যাসীগণ শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ বক্তৃতা রাখেন। শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতের—''কোনু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।'' (ভাঃ ১১।২।২) শ্লোক উদ্ধৃত করে হরিকথা পরিবেশন করেন।

৮.১.২০২০ বুধবার শ্রীল গুরুদেব প্রচার পার্টিসহ পুরুলিয়ার মুনসেফডাঙায় শ্রীশ্যাম ধর্মশালা স্থানে উপস্থিত হন। বিকেল ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা পুরুলিয়া শহর পরিক্রমা করে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে হরিসংকীর্ত্তনের ধ্বনি পৌঁছে দেন। কোটলুই, ভুরকু ও পুরুলিয়া শহরবাসী ও ভক্তগণ নগর সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন। গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ এবং গৌড়ীয় মিশন যুবগোষ্ঠী উক্ত নগর সংকীর্ত্তন ও ভাগবত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উক্তভাগবত সভায় প্রথমে হৃষীকেশ মহারাজ তার ভাষণে বলেন যে, হরিনাম করলে যাগ, যজ্ঞ, তপ, ধ্যান

রাঁচী বৈষ্ণব সম্মেলনে বিধায়ক শ্রীসুদেশ মাইতি (দিল্লি), প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা সহিত শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ও তৎপার্শ্বে দৃশ্যে উপস্থিতি শ্রোতৃমন্ডলী।

সমস্ত কিছুর ফল পাওয়া যায় আর কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তন যুগধর্ম তাই সকলে হরিনাম করুন। শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ তার হরিকথায় বলেন এই যুগে যত রকম শ্রেয়ঃ আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ হলো হরিকীর্ত্তন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব তাঁর ভাষণে বলেন—"আজ এই পৃথিবীতে আমরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড় পর্বত যা কিছু দেখছি সবকিছুই বিরাজ করছে একমাত্র সেই সৃষ্টিকর্তা ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। তার ইচ্ছাতেই বাতাস বইছে, রাত্রিদিন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দুর্দশা যে তার ভজনা করি না। সেই সর্বেশ্বরেশ্বরকে ভুলে আজ আমরা দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। মহাজনগণ আপনাদের আহ্বান করছেন। আসুন সেই ঈশ্বরকে ভজনা করে আমরা আবার চিরশান্তির দেশে ফিরে যাই।" সভান্তে বাউল নাটিকা এবং অন্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৯.১.২০ তারিখ বৃহস্পতিবার শ্রীল গুরুদেব সকল বৈষ্ণবগণ সঙ্গে কুটলুই গ্রাম হতে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের রাঁচীস্থিত করিয়াড়ী গ্রামে তপোবন মঠের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শুভাগমন করেন। স্থানীয় ভক্তগণ ও শ্রদ্ধালুজন নগর সংকীর্ত্তন সহ স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুদেবের সাদর অভ্যর্থনা করে তপোবন মঠে নিয়ে আসেন। সেখানে তপোবন মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ রূপনারায়ণ প্রভু শ্রীলগুরুদেবের আরতি করেন। বিকাল ৫ ঘটিকা হতে বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের ব্রহ্মচারীগণ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন সুমধুর স্বরে পরিবেশন করেন। স্থানীয় ভক্ত ও বহু শ্রদ্ধালুজন এই সভায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য করার সুযোগ লাভ করেন। সভায় শ্রীপাদ বিষ্ণুমহারাজ, শ্রীপাদ বোধায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ মহাপ্রভুর ঝাড়িখণ্ড প্রেমদান লীলা কীর্ত্তন করেন যেখানে বনের হিংস্র পশুপাখী সহসকলকে মহাপ্রভু কৃষ্ণনামে নাচিয়েছিলেন। সভান্তে শ্রীল গুরুদেব তার বীর্যবতী ভাষণে বলেন—একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমধনই ধন, যার দ্বারা ভগবানকে খুশী করা যায়। জীবের জীবন সার্থক হয়। তিনি আরো বলেন মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ আর সেই দুর্ল্লভ জন্মে হরিভক্তি পরায়ণ সাধুর দর্শন সুদুর্ল্লভ এই সম্বন্ধে।

সভা অন্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১০.০১.২০২০ শুক্রবার সকালে তপোবন মঠে শ্রীলগুরুদেবের মঙ্গলারতি হয়, সকল বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণকে নিয়ে গুরুদেব বৈঠকী কীর্ত্তন করেন। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত তপোবন মঠের স্বর্ণজয়ন্তী সমারোহ উদ্‌যাপন ও বৈষ্ণব সম্মেলনে স্থানীয় সিল্লি অঞ্চলের বিধায়ক শ্রী সুদেশ মাহাতো, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান Minister of Parliament শ্রী অর্জুন মুন্ডা ও অন্যান্য নেতা নেত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে শ্রী সুদেশ মাহাত তার ভাষণে গৌড়ীয় মিশনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন তার ১৯ বছর রাজনৈতিক

জীবনে এই প্রথম এমন একটি ধর্মীয় সভায় সামিল হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। তিনি এ আশ্বাসও দেন যে তপোবন ভূমিকে তপোবন ধামে পরিণত করতে সবাই মিলে বিশেষ উদ্যোগ নেবেন। শ্রী অর্জুন মুন্ডা বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'ঝাড়িখন্ড' নাম দেন এ জায়গার এটা আমাদের এক বিরাট গর্বের বিষয়। এর মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। মহাপ্রভুকে জানতে হলে আমাদের অন্তর্মুখী এবং উর্দ্ধমুখী হতে হবে, বহির্মূখী বা নিম্নমুখী হলে হবে না। পরমারাধ্যতম গুরুদেব তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত মন্ত্রী ও নেতানেত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে দ্বিপ্রহরে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এদিন সন্ধ্যোবেলা ''এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।''—শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোক অবলম্বনে শ্রীল গুরুদেব হরিকথা পরিবেশন করেন। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু শ্রদ্ধালুজন উপস্থিত থেকে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখ হতে অমৃতময়ী ভাগবত কথা শ্রবণ করেন।

১১.০১.২০২০ তপোবন মঠে শ্রীল গুরুদেবের মঙ্গলারতি অন্তে শ্রীল গুরুদেব পার্ষদবৃন্দ সহ রওনা হয়ে তাও, কুন্ডু, রাঁচীতে শ্রীমহাপ্রভু দাসাধিকারী ভক্ত মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করেন। তথায় নৃত্য কীর্ত্তনে পরিবেশ আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীল গুরুদেবের আরতি করেন ভক্তগণ। দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদ-এর ব্যবস্থা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যাবেলা একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবগণ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন, তথায় শ্রীল গুরুদেব, ''স বৈ পুংসাং পরোধর্ম - - - যয়াত্মা সুপ্রদীদতি''— এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ''জীবের মঙ্গল কি করে হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও নিরন্তর ভক্তি করাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের পথ।'' তুমুল হরিধ্বনি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সভা সমাপ্ত হয়। সভান্তে মহাপ্রসাদ দানে সকলকে তৃপ্ত করা হয়।

১২.০১.২০২০ তারিখে সকালে দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল গুরুদেবের মঙ্গলারতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন সম্পন্ন হয়। সেখানে মিশনের সন্ন্যাসীগণ শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ রসরাজ মহারাজ, শ্রীপাদ বিষ্ণু মহারাজ এবং শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিকালে ৫টা হইতে ৮টা পর্যন্ত্য ভাগবত ধর্মসভা উদ্‌যাপিত হয়। সভার শুরুতে ব্রহ্মচারীগণ মহাজন কীর্ত্তন ও শ্রীল গোস্বামীপাদ রচিত কীর্ত্তন পরিবেশন করেন। মহারাজগণ হিন্দীতে হরিকথা করেন যাতে স্থানীয় ভক্ত সাধারণের বোধগম্য হয়। পরিশেষে শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন। ভাগবতের ২য় স্কন্ধ— ''তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।'' হতে উল্লেখ করেন বলেন— হরিকথায় শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

সভান্তে কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন, উপস্থিত সকল শ্রদ্ধালু এবং ভক্তজন উর্দ্ধবানু তুলে নৃত্য করেন। এক গোলকীয় পরিবেশ তৈরী হয়। রাত্রে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৩.০১.২০২০ তারিখ সোমবার শ্রীল গুরুদেব স্বপরিকর ঝাড়খণ্ড রাঁচী হইতে প্রত্যাবর্তন করে বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের নিকটস্থ গ্রামে শ্রীদুলাল দাসাধিকারী ও শ্রীমতি কণিকা দাসীর গৃহে শুভাগমন করেন। পূর্ব হইতে তথায় বীরভূম নিবাসী অন্যান্য অনেক ভক্ত উপস্থিত হয়ে শ্রীলগুরুদেবকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবকে আরতি ও পুষ্পাঞ্জলী অর্পন করেন। তথায় বিকেল ৫ ঘটিকা হইতে ভাগবতা সভা আরম্ভ হয়। মিশনের ব্রহ্মচারীগণ প্রায় ১ ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ভক্তগণও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে দোহার করেন এক অপ্রাকৃত আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরপর শ্রীল গুরুদেব ভাগবতে বর্ণিত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান প্রসঙ্গে—

''নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং।'' (ভাঃ ৭।৫।৩২)

শ্লোকের মাধ্যমে বলেন নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিতে অভিষিক্ত হলে অনর্থসকল অপসারিত হয়।

এরপর শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত বাউল সংগীত থেকে ''ধর্মপথে থাকি করো জীবন যাপন ভাই' এই কীর্ত্তন সহযোগে বাউল নৃত্য পরিবেশিত হয়। মহামন্ত্র কীর্ত্তন দ্বারা ভাগবত ধর্ম সভার পরিসমাপ্তি করা হয়। উপস্থিত প্রায় ২৫০ জন ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিবস **১৪.০১.২০২০** তারিখ মঙ্গলবার স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব বাগবাজার শ্রী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচারসূচী, ২০২০

৩০ শে জানুয়ারী — ৩ রা ফেব্রুয়ারী, ২০২০	—	মুম্বাই মঠ।
১০ ই ফেব্রুয়ারী — ১৬ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০	—	শ্রীচৈতন্য মেলা, কলকাতা।
২০ শে ফেব্রুয়ারী— ৯ ই মার্চ, ২০২০	—	নবদ্বীপস্থ শ্রীগোদ্রুম ধামে অবস্থান।
২৭ শে মার্চ—৩০ মার্চ, ২০২০	—	আমলাজোড়া মঠ, বর্দ্ধমান।
২ রা এপ্রিল—১৭ এপ্রিল, ২০২০	—	লালা মঠ, শিলচর, ধর্মনগর, আগরতলা, লালাবাজার ও আসামস্থিত গোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ।
২৭ শে এপ্রিল—১৪ ই মে, ২০২০	—	লণ্ডনস্থিত শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ।
১৫ ই মে—১৫ ই জুন, ২০২০	—	আমেরিকাস্থিত শ্রীভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ।
১৭ ই জুন—২৪ শে জুন, ২০২০	—	শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী।
২৫ শে জুন—২৭ শে জুন, ২০২০	—	খুরদা অঞ্চল (উড়িষ্যা)।
২৮ শে জুন—৫ ই জুলাই, ২০২০	—	কটকস্থিত শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ৭ দিন ব্যাপী ক্লাস
৬ ই জুলাই—১৩ ই জুলাই, ২০২০	—	রায়পাড়া, যাজপুর, রেমুণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২৬শে জানুয়ারী, রবিবার, ২০২০ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ডায়মন্ডহারবার থানার অন্তর্গত আদর্শ সংঘ ক্লাবে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ প্রায় ৯০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। শিশু চিকিৎসক Dr. Sunil Chandra Haits ও Dr. Mahadev Mondal মহাশয় উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হইতে আগত শ্রী সুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদর দাস ব্রহ্মচারী, স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে শ্রীপতি দাস অধিকারী (শিবু), দামোদর প্রসাদ

বিশ্বাস আদি পূর্ণ সহযোগিতা করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **১৩ই ফাল্গুন, ১৪২৬ (২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২০) বুধবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (১০ই মার্চ, ২০২০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **২৫শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৯ই মার্চ, ২০২০) সোমবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

১৩ই ফাল্গুন, ১৪২৬ (২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২০) বুধবার হইতে
১৯শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৩রা মার্চ, ২০২০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা কীর্ত্তন।

১৯শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৩রা মার্চ, ২০২০) মঙ্গলবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব।

২০ ফাল্গুন, ১৪২৬ (৪ঠা মার্চ, ২০২০) বুধবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ।

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

২১শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৫ই মার্চ, ২০২০) বৃহস্পতিবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ।

● কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা।

২২শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৬ই মার্চ, ২০২০) শুক্রবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ।

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা। **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

২৩শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৭ই মার্চ, ২০২০) শনিবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

● জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন। **দিবা ৯।২৯ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

২৪শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৮ই মার্চ, ২০২০) রবিবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) **পরিক্রমণ**

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

২৫শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৯ই মার্চ, ২০২০) সোমবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** ● ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

২৬শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (১০ই মার্চ, ২০২০) মঙ্গলবার

দিবা ৯।৪৯ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।

মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ নিবেদন ঃ-

যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 03/02/2020

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিরত্ন (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩) আমার প্রভুর কথা ১৪) গোলোকের পথে ১৫) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ১৬) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ)। হিন্দি (১) ক্ষিরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ

বিঃ দ্রঃ- নতুন শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org